যুগান্তর

তারিখ ... 02 JAN 2014 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৭ ...

সম্পাদকীয়

বই উৎসব

বিরোধী দলের অব্যাহত অবরোধ কর্মসূচির বাধা পেরিয়ে নতুন শিক্ষাবর্ষের প্রথম কার্যদিবসে প্রাথমিক ও মাধ্যমিকের শিক্ষার্থীদের হাতে কর্তৃপক্ষ বিনামূল্যের বই পৌঁছে দেয়ার কঠিন কাজটি সফলভাবে সম্পন্ন করতে পারায় বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং তাদের শুভাকাঙ্ক্ষী কিছু সময়ের জন্য স্বস্তি পেলেও সবাই যা নিয়ে বিশেষভাবে চিন্তিত তা হল, কখন এই শিক্ষার্থীদের স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হবে। বুধবার যুগান্তরে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, প্রতিযোগী প্রাথমিকের ৯৫ ভাগ, মাদ্রাসার ৮৫ ভাগ এবং মাধ্যমিকের ৯৮ ভাগ বই বিতরণের জন্য সারা দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রেরিত হয়েছে। কর্তৃপক্ষের তৎপরতা লক্ষ্য করে আশা করা যায়, শিগগিরই শতভাগ বই শিক্ষার্থীদের হাতে পৌঁছে যাবে। কিন্তু স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রম শুরু না হলে বিনামূল্যে বই বিতরণ কোনো অর্থই বহন করবে না। রাজনৈতিক সহিংসতার কারণে যেখানে শিশুরা নিজেদের গৃহের আঙিনায়ও নিরাপদ নয়, সেখানে নতুন শিক্ষাবর্ষের বই দিয়ে তারা কী করবে?

বর্তমানে শিশুরা কোথাও নিরাপদ নয়। নিজগৃহের আঙিনায় খেলনা ভেবে নাড়াচাড়া করতে গিয়ে ককটেল বিস্ফোরণে আহত হওয়ার দুর্ভাবনা সব সময় তাদের তাড়া করে। দ্রুত এ অবস্থার অবসান না হলে শিশু-শিক্ষার্থীদের কেবল শিক্ষা কার্যক্রমই ব্যাহত হবে না; তাদের মনের ওপর এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ার আশংকাও থেকে যায়। শিশুদের এই অসহায়ত্ব কি রাজনীতিকদের স্পর্শ করবে না? গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় রাজনীতিকরা ভিন্ন আদর্শ প্রতিষ্ঠার প্রতিযোগিতা করবেন, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু প্রতিযোগিতার আড়ালে সন্ত্রাসীদের তাণ্ডব যেভাবে বেড়ে যাচ্ছে, এ অবস্থায় সব অভিভাবকই সন্তানের শিক্ষার চেয়ে তাদের জীবনের নিরাপত্তা নিয়ে ভাবছেন বেশি। যারা বিরোধী দলের রাজনীতি করছেন, নিজ সন্তানের নিরাপত্তাহীনতার কথা ভেবেও কি তারা উদ্বিগ্ন নন? আমরা মনে করি, শিক্ষার্থীদের ভোগান্তির কথা ভেবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে রাজনৈতিক কর্মসূচির আওতামুক্ত রাখা উচিত। শিশুরা তাদের বিকশিত হওয়ার ন্যূনতম সুযোগ যাতে না হারায়, তা নিশ্চিত করতে সরকারের পাশাপাশি, রাজনৈতিক দলগুলোকেও দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে হবে।

বইসহ শিক্ষা-উপকরণ সরবরাহকারী কোনো প্রতিষ্ঠানের সরবরাহকৃত উপকরণে কোনো ত্রুটি থাকলে দায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। সামান্য মুদ্রণ ত্রুটির কারণে দেশের কোটি কোটি শিক্ষার্থী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই নির্ভুল বই সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য কর্তৃপক্ষকে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। নোট ও গাইডবই সংক্রামক ব্যাধির মতো শিক্ষাকে ক্ষতিগ্রস্ত করলেও কর্তৃপক্ষের নীরবতায় অভিভাবকদের উৎকণ্ঠা বাড়ছে। এসব বিষয়ে যথাযথ নজর না দিলে বই উৎসবের কাঙ্ক্ষিত সুফল অধরাই থেকে যাবে। শিক্ষার প্রতি কোমলমতী শিশুদের আগ্রহ যাতে কোনোভাবেই কমে না যায়, তা নিশ্চিত করতে সবাইকে সচেষ্ট হতে হবে।